শব্দার্থ ও টীকা

34 ক

পর্যটন: সংগঠন ও পরিকাঠামো

34.1 প্রস্তাবনা

পর্যটন মানচিত্রে ভারত ইতিমধ্যেই একটি স্থান করে নিয়েছে। বিশাল দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ পর্যটন এলাকা এর কারণ। আবার এও ঠিক যে, চিন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড থেকে ভারত পিছিয়েই আছে পর্যটনে। পিছিয়ে থাকার কারণ সাংগঠনিক দুর্বলতা ও পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা।

এই পাঠে আমাদের আলোচনা হবে পর্যটনের পরিকাঠামোর অবস্থা (পরিবহন নেটওয়ার্ক, হোটেল পরিষেবা) এবং পর্যটনের সম্পর্ক নিয়ে।

আমাদের আলোচনায় থাকবে বিভিন্ন পর্যায়ে গাইড, পরিবহন সংগঠন এবং পর্যটন ব্যবস্থাপনা।

34.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ার পর আপনি বুঝতে পারবেন—

- পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কী কী সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রয়োজন।
- পর্যটকের সুখসুবিধার প্রয়োজনে হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং আতিথেয়তার ভূমিকা।
- স্থানীয় ও দূরগামী পরিবহন ব্যবস্থা ও পর্যটনের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব।
- পর্যটনের উন্নয়নে গাইড ও পর্যটন পরিচালকের পারস্পরিক সমন্বয়ের প্রয়োজন।
- ট্রাভেল এজেন্সির ভূমিকা।
- বিশেষ সময়ভিত্তিক ও গন্তব্যভিত্তিক পর্যটনের পার্থক্য।

34.3 পরিবহন ও পর্যটন

পর্যটনের শুরুর স্থান ও গন্তব্যস্থলের সেতুরচনা করে পরিবহন। এর অভাবে বা দুর্বলতার ফলে পর্যটনের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবহন-নীতি ছাড়া পর্যটন-পরিকল্পনা করাই চলে না। এই নীতির মধ্যে পড়ে পথ, পরিবহনের সুবিধা ও উপযুক্ত যানবাহন ইত্যাদির একটি নেটওয়ার্ক।

শব্দার্থ ও টীকা

যানবাহন বলতে আকাশ পথ, সমুদ্রপথ ও স্থলপথের উপযোগী যান। যদি স্থলপথ হয়, তাহলে তার জন্য রেল, বাস, ট্যাক্সি, লাক্সারি কোচ, ডুলি, ঘোড়া, রিক্সা, অটো, টাঙা, মোপেড, ট্রাম ইত্যাদি। জলপথের জন্য নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদি। আর আকাশপথের জন্য তো বিমান।

পর্যটনকে আকর্ষণীয় করতে হলে সবরকম বিকল্প ব্যবস্থাই থাকা চাই। পর্যটকদের কেবল পরিবহন হলে চলবে না, সহজগম্য পরিবহন হতে হবে। আরামদায়ক পরিবহন হতে হবে। সব রকম আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত ও সহজলভ্য পরিবহন দরকার।

একটি হিসাবে দেখানো হয়েছে মোট পর্যটন ব্যয়ের প্রায় 40 শতাংশ যায় পরিবহন বাবদ।

ক) বিমান পরিবহন

প্রায় 97 শতাংশ পর্যটক ভারতে আসেন বিমানে। দেশের ভেতরে তাঁদের 82 শতাংশ ঘোরেন বিমানে, 11 শতাংশজলপথে, 7 শতাংশ স্থলপথে।

বিমানগুলির গতি সাধারণত 1000 কি:মি: ঘন্টায়। কাজেই পরিবহনে বিমানের গুরুত্ব অনেক বেশি, বিশেষত বিশ্ব পর্যটনের ক্ষেত্রে।

বিমান ভাড়ায় ছাড় (discount), বিভিন্ন বয়সের জন্য পাশ ইত্যাদি বিমান পরিবহনের উন্নতি ঘটাতে পারে। বিমান ব্যবহার করে সাধারণত ব্যবসায়ীরা। কেননা সময়ের সাশ্রয় তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে অমৃতসর, শ্রীনগর, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, আহমেদাবাদ, গোয়া, গুয়াহাটি, বেনারস, ভুবনেশ্বর, নাগপুর প্রভৃতির সঙ্গে বিমান যোগাযোগ থাকলেও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে কেবল মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা ও চেন্নাইতে।

খ) সমুদ্র পরিবহন:

দীর্ঘ দূরত্বে পরিবহনের জন্য জাহাজ এখন আর তেমন পছন্দসই নয়। কিন্তু স্বল্প দূরত্বে জাহাজে ঘোরা পর্যটকদের বেশ পছন্দসই। যেমন, মুম্বাই থেকে গোয়া জাহাজ ভ্রমণ চলছে। কোচি থেকে লাক্ষাদ্বীপ, চেন্নাই থেকে কলকাতা, পোর্ট ব্লেয়ার জাহাজ ভ্রমণ জনপ্রিয় হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে জলপথে পর্যটন জল পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

গ) স্থলপথ: মোটর পরিবহন

1970 থেকে ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধভবে ট্যাক্সি, বাস, লাক্সারি কোচে ভ্রমণ জনপ্রিয় হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে, মোটেল (হোটেল ও গাড়ি রাখা) প্রভৃতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্থল পর্যটনে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রধান সব নগরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ এখন অনেক সুবিধা করে দিয়েছে।

মোটর পরিবহন কম খরচে যাত্রী পরিবহনে এগিয়ে এসেছে। শ্রীনগর থেকে কন্যাকুমারী (উত্তর থেকে দক্ষিণ), শিলচর থেকে পোরবন্দর (পূর্ব থেকে পশ্চিম) 4000 এবং 3300 কি:মি: দীর্ঘ করিডর তৈরির প্রস্তাব আছে। হিমালয় অঞ্চলে মোটরপথ প্রধান পরিবহন এবং এই পার্বত্য পথগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ভালোভাবেই হয়।

ঘ) স্থলপথ: রেল পরিবহন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সংগঠিত রেল পর্যটন শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের 60000 কি: মি: দীর্ঘ রেলপথে কম বাজেটে আরামে ভ্রমণ করা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রধান ট্রাঙ্করোড মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লিকে সংযুক্ত করেছে। উত্তর-দক্ষিণ রেলপথ এখন জম্মু-উধমপুর পৌঁছেছে। উত্তরপূর্ব রেল পৌঁছে গেছে অরুণাচলে।

প্রায় সব রেলপথ এখন বিদ্যুতায়িত হয়েছে, ফলে গতি দ্রুততর হয়েছে।

সিমলা, উটি, মাথারেন, দার্জিলিং প্রভৃতি কয়েকটি পাহাড়ি স্টেশনে চলছে টয় ট্রেন। এইসব ট্রেনে চড়ে প্রকৃতি উপভোগ খুব লোভনীয়।

হিমালয়ান কুইন (Himalayan Queen) একটি রোমান্টিক নাম। দিল্লি-রাজস্থান 138 কি:মি: রেলপথে চলা ট্রেনকে বলে ফেয়ারি কুইন (Fairy Queen)।

কাংড়া উপত্যকার শোভা দর্শনের জন্য আছে যোগিন্দর নগর-পাঠানকোট narrow gauge ট্রেন।

760 মাইল দীর্ঘ মুম্বাই-বাঙ্গালোর উপকূল রেলপথের 10 শতাংশ যাচ্ছে টানেলের ভিতর দিয়ে ও সেতুর উপর দিয়ে।

রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্য ট্রেনের নাম Palace on Wheels, রাজস্থান-আগ্রা-দিল্লি পথে চলাচল করে।

Indrail Pass পাশ কিনে পর্যটকরা পছন্দমতো চক্রাকার পথে রেল ভ্রমণ করতে পারেন।

পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার যদি রেল দপ্তরকে আরও পর্যটক টানতে হয়।

মূল বক্তব্য:

- বিভিন্ন রকমের পরিবহন পদ্ধতি ও পরিবহন পথ ট্যুরিস্টদের গন্তব্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- ধনী দেশগুলি থেকে বিমান যাত্রীদের পক্ষে খরচপাতি কোনো ব্যাপার নয়।
- যারা কম বাজেটের পর্যটক, বিমান ভাড়ায় তাদের ছাড় দেবার ব্যবস্থা থাকলে তাদের বিমান পরিবহনে উৎসাহ যোগাবে।
- জলপথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া জাহাজ ভ্রমণের আর কোনো গুরুত্ব নেই এখন।
- বিলাসবহুল দ্রুতগতি ট্রেন সত্বেও পর্যটকদের কাছে সময়ের বিবেচনায় রেল পরিবহন দ্বিতীয় পছন্দ।
- 1970 সাল থেকে পর্যটনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মোটর পরিবহন। হাইওয়ে যোগাযোগের ফলে পাহাড়ি পথে মোটর পরিবহন বেশি উপযোগী।
- সব রকম পরিবহনে আতিথেয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য আরও অনেক কিছুর দরকার।

পাঠগত প্রশ্ন 34.1

1) পর্যটকরা কীরকম পরিবহন পছন্দ করেন?

2) পর্যটনে বিমান পরিবহনের গুরুত্ব কী?

3) টয় ট্রেনের সুবিধা কী?

শব্দার্থ ও টীকা

4) রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ট্রেনটির নাম কী?

34.4 পর্যটনে হোটেলের স্থান

পর্যটনে খাবার ও বিশ্রামের স্থান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে হোটেল এখন রীতিমত একটি শিল্প হয়ে উঠেছে। ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার জন্য দারুণ কক্ষ, রেস্টুরেন্ট পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নামকরা হোটেলে থাকবে আরামদায়ক কক্ষ, fast food, স্থানীয় কারুশিল্পদ্রব্য ইত্যাদি। এরকম হোটেল আন্তর্জাতিক পর্যটকদের থেকে বিদেশি মুদ্রার 50 শতাংশ আয় করে।

আমাদের দেশে হোটেলে রুমের সংখ্যা প্রায় 98000 আর ইন্দোনেশিয়ায় এই সংখ্যা 36 লক্ষ। পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে তাই নতুন নতুন হোটেল করা এবং বর্তমান হোটেলগুলিতে কক্ষ সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। বড়ো শহরে জমির দাম বেড়ে যাওয়ায় শহর থেকে দূরে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের সুযোগ করে নতুন নতুন হোটেল গড়ে উঠছে।

তিনতারা বা পাঁচতারা হোটেল ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির হোটেল (স্বাচ্ছ্যন্দের ভিত্তিতে) তৈরি হয়েছে। এরকম কতকগুলোর নাম মোটেল। থাকা ও গাড়ি রাখা দুটোরই ব্যবস্থা এখানে থাকে। এ ছাড়া আছে অরণ্য আবাস, পাহাড়ি এলাকায় তাঁবু আর জলে আছে ভাসমান হাউস বোট।

অনেক জায়গায় আছে ছোটো হোটেল কিন্তু নানা রকম বিনোদন ও খেলাধূলার ব্যবস্থা। এরকম হোটেলও পর্যটকদের প্রিয়।

আবার আছে আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ ও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। এখানে থাকে উচ্চমানের বিনোদন, হেলথ ক্লাব, শপিং মার্ট, বাণিজ্য কেন্দ্র। আমাদের দেশে এগুলোর ব্যয় ধনী বিদেশের বড়ো হোটেলের চেয়ে অনেক কম বলে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আমাদের দেশের বড়ো হোটেল আকর্ষণীয়।

মোটরে যারা বেড়ায় তাদের কাছে আকর্ষণীয় হচ্ছে হাইওয়ের কাছে মোটেল, তৈরি fast food-এর জন্য পথের ধারের দোকান kiosk, ধাবা এগুলি অনেক সংখ্যায় গড়ে উঠেছে হরিয়ানার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে।

আর আছে যুব আবাস, সরাই, হলিডে হোম। এগুলো পরিচালনা করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বা এজেন্সি।

মূল বক্তব্য:

- পরিবহনের সুযোগ ছাড়াও নানা সুবিধাযুক্ত বিভিন্ন রকমের আবাস পর্যটকদের প্রয়োজন মেটায়।
- হোটেলের কক্ষসংখ্যাবৃদ্ধি জরুরি।
- পর্যটকদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে পর্যটন ব্যবস্থাপক ও হোটেল কর্তৃপক্ষের আরও পরিষেবা দেওয়া দরকার।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন 34.2

1. নামকরা হোটেলের পাঁচটি আকর্ষণের কথা উল্লেখ করুন।
2. হোটেল ও মোটেলের পার্থক্য দেখান।
3. কিয়স্ক-এর সুবিধা কী?

34.5 পর্যটনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

পর্যটন ব্যবস্থাপনার জন্য চাই অধিক সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মচারী। এদের কাজ হবে পর্যটন পরিচালনা, স্টুয়ার্ড, বাবুর্চি ও তাদের সহায়কদের কাজের তদারক করা।

এদের মধ্যে ট্যুর গাইড হচ্ছে ব্যবস্থাপনার মুখ্য ব্যক্তি। স্থান নির্বাচন, পরিবহন যোগাড়, পর্যটকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি আগেই পরিকল্পনা করা এবং সেই মতো পর্যটন পরিচালনার দায়িত্ব ট্যুর গাইডের।

ক) ট্যুর গাইড

গাইডদের থাকতে হবে পর্যটন কেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থান, কেন্দ্রের পটভূমি ও অতীত ইতিহাস আর সংশ্লিষ্ট মন্দির, মূর্তি, মনুমেন্ট, দুর্গ, ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি নিয়ে প্রচলিত লোকগাথা প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা। গাইড যেন পর্যটকদের বুঝিয়ে দিতে পারেন স্থানীয় লোক-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোককথা, প্রয়োগ শিল্প (performing arts) আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে। অভিজ্ঞ গাইড অবিলম্বে বুঝে যায় পর্যটকদের মনের কথা, তাদের সঙ্গে করতে পারে ভাবের ও রসবোধের বিনিময়।

গাইডের কার্যকলাপে ত্রুটি থাকলে ব্যবস্থাপকদের ও কোম্পানির বদনাম হতে পারে।

এছাড়া পরিকল্পনার ত্রুটিতেও পর্যটনের ক্ষতি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ভাইজাগের স্থানীয় আদিবাসীদের কথা। তারা গাইড হিসাবে গভীর স্থানে দেখাতে পারে চুনাপাথরে খোদাই গুহা ও জলপ্রপাত। 2001 অবধি তারা এইভাবে মাসে 7000 টাকা পর্যন্ত আয় করেছে। পরে সরকার ওই সব গুহার খোদাই সিমেন্ট করে দিয়ে আলোকিত করে দেয়। উল্লিখিত গাইডদের মাস মাইনে দেয় 3000 টাকা করে, এইভাবে মোটা টাকা আয় করে সরকার। কিন্তু এভাবে স্থানীয়দের আর্থিকভাবে বঞ্চিত করে পর্যটনের আখেরে লাভ হয় না।

খ) ট্যুর পরিচালনা

এটা অনেকটাই একটা বিশেষ ধরণের কাজ। এই কাজের মধ্যে পড়ে অনেকগুলো বিষয়, যেমন প্রয়োজনীয় পরিবহন, ভিসা, Permit clearance, হোটেল বুকিং ও সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু। পরিচালকদের জানা থাকতে হয় পর্যটনের নিয়মবিধির সাম্প্রতিক পরিবর্তনও। পর্যটন মরশুমে যখন বেড়াবার ধুম পড়ে যায় তখন কেন্দ্র নির্বাচনে হিমসিম খেতে হয়। সেজন্য সে বিষয়ে পরিকল্পনা অনেক আগেই ছকে রাখতে হয়। কতজন যাবে, একা না দলে, কোথায় যাবে, কী পরিবহনে যাবে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছুরই নিখুঁত ব্যবস্থা না থাকলে পর্যটকদের অসন্তোষ বাড়ে।

গ) ট্র্যাভেল এজেন্সি

নীচের স্তরে গাইড, পরিচালক, এজেন্ট আর উপরের স্তরে টিম ম্যানেজার— এদের নিয়েই হয় একটি

শব্দার্থ ও টীকা

ট্রাভেল এজেন্সি। তারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড ও ট্যুর পরিচালকদের সংগ্রহ করে একটি সুদক্ষ টিম তৈরি করে।

সর্বত্র এদের জাল বিস্তৃত। ট্র্যাভেল এজেন্সিকে কী কী করতে হয়?

দ্রুততম গতিতে তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে খবর পাঠানো,

প্যাকেজ ট্যুর এর ব্যবস্থা, তার সঙ্গে পথনির্দেশ, পরিবহনে ছাড়ের ব্যবস্থা, থাকার জায়গা, খাবার দাবার ইত্যাদি।

এজেন্সির লোক ট্যুরিস্টদের কেনাকাটায় সাহায্য করে। নানারূপ বিনোদন ও খেলাধূলার জন্য ট্যুরিস্টদের সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও এটা ওটা অনেক ব্যাপারে এরা পর্যটকদের সহায়তা দেয়। যেমন, আয়ুর্বেদিক ম্যাসেজ, যোগব্যায়াম ইত্যাদি।

পর্যটন ব্যাপারে ট্যুর এজেন্সির সংগৃহীত নানা প্রতিক্রিয়া ও তথ্য সরকারের পর্যটন দপ্তর ও অন্যান্য পরিবহন সংস্থার পর্যটন পরিকল্পনার কাজের সহায়ক হয়।

ঘ) ঋতু-বিশেষে আর গন্তব্য-বিশেষে পর্যটন

গন্তব্যভিত্তিক পর্যটনের সঙ্গে ঋতুভিত্তিক পর্যটনের কিন্তু ফারাক আছে। ঋতুভিত্তিক পর্যটন হচ্ছে কয়েকটি জায়গায় বিশেষ ঋতুতেই যাওয়া। ঋতুভিত্তিক পর্যটন ঋতুর অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রতিকূল ঋতুতে এই পর্যটন বন্ধ থাকে। যেমন:

হিমালয়ের লাহুল-স্পিতি বা কাশ্মীরের লাডাক-জাসকার বহু উচ্চতায় পুরু তুষার খণ্ড এবং শীতের তীব্র ঝঞ্ঝা সঙ্কুল। এখানে গরমের কয়েকটা মাস বড়ো জোর যাওয়া যেতে পারে। এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে পর্বতচূড়ায় বৌদ্ধ মঠ, সুপ্রাচীন স্থাপত্য, দেওয়াল চিত্র পর্যটকদের পক্ষে লোভনীয় বর্ষা ঋতুতে।

গ্রীষ্মকালই অমরনাথ, কেদারবদ্রী, হেমকুণ্ড দর্শনের পক্ষে প্রশস্ত।

আন্দামান-নিকোবরে বর্ষা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

কম শীতে যাওয়া বিধেয় রাজস্থানের মরু অঞ্চলে, জয়শলমিরে।

আর গন্তব্যভিত্তিক পর্যটন নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ জায়গা যথার্থে পর্যটকদের বিশেষ পছন্দের উপর। সাধারণভাবে আকর্ষণীয় গোয়ার উপকূল, কেরালা ও পুরীর সৈকতভূমি। পশ্চিমঘাট ও নীলগিরি প্রভৃতি পার্বত্য এলাকা গন্তব্য হিসাবে বিশেষ আকর্ষক।

মূল বক্তব্য:

- উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত গাইড ও ম্যানেজারের ব্যক্তিগতভাবে আবার টিম হিসাবে দক্ষতা ট্রাভেল এজেন্সির জন্য বিশেষ জরুরি।
- ভিসা যোগাড়, পারমিট ক্লিয়ারেন্স, সংরক্ষিত পর্যটন কেন্দ্রের জন্য অনুমতি যোগাড়, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি পর্যটনে বিদেশি টানার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।
- পর্যটন পরিচালকদের কাজের মধ্যে পড়ে টিকিট বুকিং, রিজার্ভেশন, পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া ইত্যাদি। আজকের ব্যস্ততার যুগে এসবের জন্য পর্যটকদের সময় দেওয়া মুশকিল।

শব্দার্থ ও টীকা

- কিছু পর্যটনকেন্দ্র বিশেষ বিশেষ ঋতুর পক্ষে শ্রেয়। আবার গন্তব্যভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র বাছাই নির্ভর করে পর্যটকদের নিজস্ব রুচি ও পছন্দের উপরে।
- কালক্রমে পর্যটন ব্যবস্থাপনা একটি পেশায় পরিণত। একাজের জন্য বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে চলে না।

পাঠগত প্রশ্ন 34.3

1. প্রত্যেকটির উপযুক্ত নাম কী হবে?

i) হ্রদে ভাসমান হোটেল, ii) পথের ধারে হোটেলের ও গাড়ি রাখার সুবিধাযুক্ত জায়গা, iii) পথের ধারের যাত্রীদের fast food বিক্রয়ের স্টল, iv) একটি অঞ্চলের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবার ভ্রমণসূচি, v) বৃহত্তম নির্জন জলাভূমি যেখানে জলপথে যাওয়া যায়।

2. i) তিনটি আনন্দজনক বাসরুটের নাম লিখুন।

ii) আন্তর্জাতিক মানের হোটেলের চারটি বিশেষ দিক উল্লেখ করুন।

3. বেশি সংখ্যায় পর্যটক পাবার চারটি বিশেষ আকর্ষণ উল্লেখ করুন।

4. কারা বিমান পরিবহনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়?

34.6 আপনি যা শিখলেন

1. আধুনিক পর্যটন ব্যবস্থাপনার জরুরি হল পরিবহন নেটওয়ার্ক, হোটেল পরিষেবা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।
2. পর্যটনের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য চাই সমস্ত শ্রেণির পর্যটকের আরও বেশি থাকার জায়গা। এটা ক্রমবর্ধমান পর্যটক সংখ্যার (বিদেশি ও দেশি) চাহিদা মেটাতেই দরকার।
3. দরকার আকাশপথ, জলপথ, স্থলপথে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী স্থানের উপযুক্ত পরিবহন। বিভিন্ন প্রকার পরিবহনের সমন্বয়ও ঘটাতে হবে।
4. পর্যটনের মতো সংবেদনশীল শিল্প নির্ভর করে গাইড, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারীদের পেশাদারি যোগ্যতার উপর। ক্রমে এগুলি প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
5. বিদেশি দেশি সব রকম পর্যটকের পর্যটনের শুরু থেকে ফিরে যাওয়া অবধি পরিকল্পনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, আইনগত সহায়তা ও জিনিসপত্রের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি পর্যটন পরিচালকের কাজের মধ্যে পড়ে।
6. পর্যটন হতে পারে ঋতুভিত্তিক আর গন্তব্যভিত্তিক।
7. পর্যটন পরিচালক প্যাকেজ ট্যুর, ব্যক্তিগত দলগত পর্যটনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয়। গাইডকে পর্যটনরত পর্যটকদের সব রকমভাবে সহায়তা দিতে হয়।

শব্দার্থ ও টীকা

34.7 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. সংক্ষেপে উত্তর দিন:

i) মেট্রো রেল ভারতের কোথায় কোথায় হচ্ছে?

ii) টয় ট্রেনের বিশেষত্ব কী?

2. পর্যটন পরিচালক ও গাইড এদের কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকা দরকার? চারটির কথা লিখুন।

3. ট্রাভেল এজেন্সির কাজ কী বুঝিয়ে দিন।

34.8 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

34.1 1) **i)** সহজগম্য **ii)** সহজলভ্য **iii)** আরামদায়ক **iv)** সব আবহাওয়ার উপযোগী

2) অতি কম সময়ে দীর্ঘ দূরত্বে যাওয়া যায়।

3) প্যালেস অন হুইলস

34.2 1) **i)** আরামদায়ক কক্ষ **ii)** রেস্টোরেন্ট পরিষেবা **iii)** উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থা **iv)** হেলথ ক্লাব **v)** শপিং মার্ট

2) মোটেলে খাওয়া, থাকা ছাড়াও থাকে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, কিন্তু হোটেলে থাকে মূলত থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।

3) বড়ো রাস্তার ধারে, চটজলদি ফাস্ট ফুডের ব্যবস্থা

34.3 1) **i)** হাউজ বোট বা শিকারা **ii)** মোটেল **iii)** কিয়স্ক **iv)** সার্কিট ট্যুর **v)** সুন্দরবন

2) **i)** মানালি-লে **ii)** দার্জিলিং-গ্যাংটক **iii)** মাদুরাই-কোডাই কানাল

(ক) কনফারেন্স হল, (খ) ইন্টারনেট ব্যবস্থা (গ) হেলথ ক্লাব (ঘ) শপিং মার্ট

3) পরিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, আরামদায়ক আসন, দ্রুতগতি, ভাড়ায় ছাড়।

4) ধনী বিদেশি পর্যটক এবং দেশিয় বণিক ও বাণিজ্য প্রতিনিধি।